শ্রীভগবানকে চিন্তা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যদি দেশান্তরেও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতি স্থাপিত থাকেন, তাহা হইলেও ভাবনা দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই স্থানটিকেও শ্রীবৃন্দাবন ভাবিয়া সেবা করিতে হয়। এইক্ষণ শ্রীমতী প্রতিমাতে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অভীষ্ট দেবতার রূপের সঙ্গে সর্ব্বথা অভেদরূপেই মহাত্মাগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিজ অভীষ্টদেবের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের একটুকু মাত্র ভেদ ভাবনা করিবে না। যেহেতু আকারের সঙ্গে কোনপ্রকার ভেদ নাই। নিজ অভীষ্টদেবের সঙ্গে শ্রীবিগ্রহের একটুকু ভেদ চিন্তা করিলে ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বহুলদোষের কথা শুনা যায়। যখন শ্রীদশরথ মহারাজ মৃগভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বাণাঘাতে বিনাশ করিয়া সেই মৃত সিন্ধুমুনিকে তাহার পিতা অন্ধমুনির নিকটে আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন অন্ধমুনি মৃত পুত্রকে লইয়া বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ম্ময়া" অর্থাৎ "আমি কি কোন দিন শ্রীহরির প্রতিমাকে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম, যে অপরাধে আমার এই পুত্রশোক উপস্থিত হইল?" এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে—শ্রীমূর্ত্তিতে নিজ অভীষ্টদেবতা হইতে পার্থক্য চিন্তা করিলে ব্যবহারিক অকল্যাণ উপস্থিত হয়। এইপ্রকারেই ১১।২৭।১২ শ্লোকে শ্রীভগবান চলা ও অর্চ্চনা দুইপ্রকার প্রতিমাকেই জীবমন্দির বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ প্রতিমা। জীব শব্দের অর্থ জীবের জীবনপ্রদ পরমাত্মা যে আমি, সেই আমার মন্দির। অর্থাৎ আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অভিন্ন আকারের আস্পদ অর্থাৎ স্থান। এ স্থানের তাৎপর্য্য এই যে—"হে উদ্ধব! আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত আমার শ্রীমূর্ত্তির কোনপ্রকার ভেদ নাই। অথবা প্রতিষ্ঠা শব্দে শ্রীমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠারূপ কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থাৎ চল ও অচল উভয়বিধ প্রতিমা (শ্রীমূর্ত্তি) আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত অভেদাস্পদ হইয়া থাকে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যে প্রমাণ আছে, তাহাতে দেখা যায়—"বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব" অর্থাৎ "হে শ্রীবিষ্ণু! এই শ্রীমূর্ত্তিতে তুমি সন্নিহিত হও।" এইপ্রকার শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্য আপাদক মন্ত্র বিশেষের পর যে অন্য একটি মন্ত্র আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে—

যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎ সর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥

অর্থাৎ "হে প্রভো! তোমার যে পরমতত্ত্ব এবং তোমার যে জ্ঞানময় বিগ্রহ, তৎসমুদায় একভাবে এই শ্রীবিগ্রহে লীন আছে—ইহা জানিও।" অথবা জীবমন্দির শব্দে সমস্ত জীবের পরমাশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই প্রতিষ্ঠা